যায়যায়দিন

তারিখ 14 JUN 2011
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজধানীতে ১১টি মাধ্যমিক স্কুল ৬টি সরকারি কলেজ হচ্ছে

এইচ মামুন ॥

শিক্ষার্থী ভর্তির সঙ্কট নিরসনে রাজধানীতে ১১টি মাধ্যমিক স্কুল ও ছয়টি সরকারি মহাবিদ্যালয় স্থাপন করা হচ্ছে। ৪৩৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ২০১৩ সালের মধ্যে এগুলোর নির্মাণ কাজ শেষ হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়েছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) মঙ্গলবারের বৈঠকে প্রস্তাবটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য কমিশনের আর্থসামাজিক বিভাগ থেকে উপস্থাপনের কথা রয়েছে।

সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপন করা হবে বলে জানা গেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবনায় ১৭টি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সুবিধা সম্প্রসারণ করা। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তির চাপ কমানো এবং শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি করা, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করাই কলেজ : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

কলেজ : রাজধানীতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

ঢাকা মহানগরীতে প্রস্তাবিত এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এখন মূল কাজ হচ্ছে ভূমি অধিগ্রহণ ও উন্নয়ন এবং একাডেমিক কাম প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, বাউন্ডারি ওয়াল ও অভ্যন্তরীণ রাস্তা নির্মাণ। এছাড়া যানবাহন ক্রয়, জনবলের বেতনভাতা সংস্থান, আসবাবপত্র, অফিস ইক্যুইপমেন্ট, কম্পিউটার ও প্রিন্টার, ল্যাব ইক্যুইপমেন্ট, বইপত্র, রেফারেন্স ও লার্নিং ম্যাটেরিয়েল এবং খেলার সামগ্রী ক্রয়ের বিষয় তো আছেই।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পটভূমি সম্পর্কে জানা গেছে, রাজধানীতে বর্তমানে ৪০টি থানার মধ্যে ১০টি থানায় ২৪টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং সাতটি থানায় ১১টি সরকারি কলেজ রয়েছে। বাকি ২৮টি থানায় কোনো সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ নেই। দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে মহানগরীর জনসংখ্যাও বাড়ছে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো প্রয়োজন। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে রাজধানীতে ১১টি মাধ্যমিক ও ছয়টি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন সূত্রে জানা গেছে, এ প্রকল্পের ডিপিপি ২০০৯ সালের ৮ সেপ্টেম্বর পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। একই বছর ২৬ অক্টোবর পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। নভেম্বর মাসে পিইসি সভার কার্যবিবরণী জারি করা হয়। চলতি বছরের ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন হাতে পায়। প্রকল্পটির ওপর পুনরায় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে চলতি বছরের ১৫ মার্চ। এ বৈঠকে প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য একনেকে উপস্থাপনের সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশে বলা হয়েছে, ঢাকা মহানগরীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রকল্পটি অনুমোদনযোগ্য।

পিইসির সভায় আরো বলা হয়েছে, প্রস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় ঢাকা শহরের কর্মব্যস্ত মূল এলাকাগুলোয় নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না করে মহানগরীর মূল এলাকার বাইরে এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপন করা যেতে পারে। এতে ঘরের কাছে উচ্চমানের শিক্ষা সুবিধা পেলে স্থানীয়দের শহরের ভেতর যেতে হবে না। প্রাথমিকভাবে যে আটটি স্থান নির্বাচন করা হয়েছে তার মধ্যে চারটি স্থানে দুটি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে।